*

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবিপ্রতিভা ঃ

শুধু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। লেখকের প্রকৃত পরিচয় তাঁর প্রকাশক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যিনি যত স্পষ্ট, প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন তিনি তত বড়ো শিল্পী। মুকুন্দরাম এই সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি দেবী মাহাত্ম্যবিষয়ক মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য রচনা করলেও মর্ত্যমানবের সুখ-দুঃখের চিত্র তার কাব্যে যতটা জীবন্ত হয়ে ফুটেছে, মধ্যযুগীয় অন্য কোনো কবির কাব্যে উজ্জ্বল হতে পারেনি।

কবির আবির্ভাবকাল ও আত্মবিবরনী অংশ ঃ

কাব্যের গোড়ার দিকে তিনি যে আত্মবিবরনী সংযোগ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষের পটভূমিকায় কবির আবির্ভাব হয়েছিল। কবির আদি নিবাস বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে সেখানে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সপরিবারে মেদিনীপুরে বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে স্থিত হন। বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায় পরবর্তীকালে জমিদার হয়ে চন্ডীকাব্য লেখার অনুরোধ করায়, এবং একদা দেবী চন্ডিকা তাঁর স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে চন্ডীকাব্য লেখার আদেশ দিলে কবি তাঁর অভয়ামঙ্গল কাব্য লেখা শুরু করেন।

Scanned with CamScanner

রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোকে তিনি বলেছেন ঃ

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা

কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা — এখান থেকে কাব্য রচনাকাল হিসাবে ১৫৪৪ খ্রি: পাই। অর্থাৎ কবির কাব্য ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা হয়।

কবির বৈশিষ্ট্য ঃ মধ্যযুগীয় সাহিত্য পরিমন্ডল ছিল দেববাদে পরিবৃত। সর্বত্র দেববাদের জয়গান সূচিত হচ্ছিল, মধ্যযুগের ঐ পরিমন্ডলে থেকে সর্বপ্রথম মানবতার পরিচয় দিলেন কবি। কাহিনিগ্রন্থন, চরিত্রবিন্যাস, রচনারীতি, জীবনসম্বন্ধে প্রসন্ন ভাবগম্ভীর অথচ বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করলে তাঁর কপালে অনন্য সাধারণত্বের টীকা পরিয়ে দিতে হবে।

মুকুন্দরাম ছিলেন পন্ডিত ব্যক্তি। সংস্কৃত সাহিত্য ও অলংকারের পাশাপাশি দেশীয় বিদ্যা – লোকব্যবহার, ছেলেভুলানো, মেয়েলি ক্রিয়াকান্ড, ঘরকন্নার ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণ নরনারীর মনে সাংসারিক ঘটনা দুর্ঘটনায় যে স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত তা তিনি সুনিপুণ অথচ অনাড়ম্বরভাবে প্রতিফলিত করেছেন।

মুকুন্দরামের দক্ষ চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনা সন্নিবেশে ও সর্বোপরি প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পেয়ে থাকি। উপন্যাসের যে প্রধান লক্ষণ বাস্তবতা ও চরিত্রসৃষ্টি — মুকুন্দরামের কাব্যে তার নিদর্শন প্রচুর।

তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য বস্তুরস ও জীবন মুখীনতার প্রবর্তনে মানবপ্রীতিকে বাংলা সাহিত্যে আনা। তাঁর ব্যক্তিগত তিক্ত ও দুঃখময় জীবন অভিজ্ঞতা এক পরম আস্বাদনীয় আনন্দলীলায় পরিণত হয়েছে। তাঁর দুঃখ পঙ্কসমাজে আরোপিত হয়ে এক অপরূপ অসঙ্গতির কৌতুকহাস্য সৃষ্টি করেছে। সুখ, দুঃখ, হাসি ও কান্না, লাঞ্ছনা ও উপভোগ এক অপূর্ব মিশ্রণে একীভূত হয়ে রসপরিণতি লাভ করেছে। মুকুন্দরাম এমন সমন্বয় শক্তির অধিকারী ছিলেন।

কবিপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্য:

ক) চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণদের মধ্যে মুকুন্দরামই প্রথম তাঁর কাব্যে হর-গৌরীর পারিবারিক জীবনকে রূপায়িত করেছেন। ওই পরিবারের দারিদ্র্যের জ্বালা, ওই রিক্ততার হাহাকারের অন্তরালেও যে অবর্ণনীয় সুখ নিহিত আছে, হরগৌরীর দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের বর্ণনাই তার প্রমাণ।

Scanned with CamScanner

এছাড়া এই মঙ্গলকাব্যে গোপ, ধীবর প্রভৃতি জাতিদের কথা ও প্রত্যেক জাতির বিচিত্র শ্রেণীবিন্যাস তাদের কুলশীলের ঠুনকো অভিমান মুকুন্দরামই বিশেষ নৈপুণ্যের সাথে বর্ননা করেছেন, এর থেকে সমাজজীবন সম্পর্কে তাঁর নির্ভুল অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

খ) চরিত্রচিত্রনে দক্ষতা : চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবনের প্রতি প্রসন্নতা তাঁকে অসাধারন ক্ষমতাসম্পন্ন চরিত্রস্রষ্টায় পরিনত করেছে। কালকেতু - ফুল্লরা - ভাঁড়ুদত্ত - মুরারী শীল, লহনা - খুল্লনা - ধনপতি চরিত্রগুলি এখনো যেন আমাদের প্রতিবেশী ও অতিপরিচিত চরিত্র বলে মনে হয়। সহজ মানবিকগুনেই এরা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আরোপ তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। - যা আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

গ) রচনাশৈলীর বিশিষ্টতা : কাব্যে নাট্যরস :
কাহিনি বিন্যাসে মুকুন্দরাম পরিমিত শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন। মুকুন্দরামের কালকেতুর উপাখ্যানে কালকেতুর পশুশিকারের কাহিনি গুরুত্বপূর্ন স্থান অধিকার করে আছে। সমাজকে চিত্রিত করতে গিয়ে তিনি বনের পশুদের মধ্যে সমাজের মর্মবেদনা আরোপ করেছেন। মুকুন্দকাব্যে পশুগনের ক্রন্দন ও বিলাপের মধ্যে একটু লক্ষ্য করলেই

Scanned with CamScanner

তৎকালীন শোষিত ও উৎপীড়িত মানুষদের করুণ ক্রন্দনের সুরটুকু শোনা যায়।

উইচারা খাই আমি নামেতে ভল্লুক/নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক, জায়গীরদার, ডিহিদার ইত্যাদির অত্যাচারে পীড়িত বাংলাদেশের অধিবাসী মানুষের মর্মকথা রূপকে পশুদের জবানীতে বর্ণনা করে নাট্যরস জমিয়েছেন।

সর্বোপরি, বলা যায় মুকুন্দরাম নিজের মানসিক ঔদার্যে আমাদের কালে এসে পড়েছেন, দেবদেবীর মঙ্গলকথা লিখলেও তিনি মানবমঙ্গলেরই কবি।

ড. সুকুমার সেন বলেছেন – "নিপুণ পর্যবেক্ষণ, সহৃদয়তা, জীবনে আস্থা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যেসব গুণ ভালো উপন্যাস-লেখকের রচনায় প্রত্যাশিত সে সব গুণ, সেকালের পক্ষে যথোচিত পরিমাণে মুকুন্দের রচনাতেই পাই।"

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথমখন্ড)

Scanned with CamScanner

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (ছোটপ্রশ্ন)

① চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি কোন সময়ের ?

১১০০ অব্দের কাছাকাছি।

② মুকুন্দরামের কাব্যের কবিতা সংখ্যা ও ছত্রসংখ্যা কত ?

৫০০ শত ও ২০০০০ হাজার।

③ কবিকঙ্কন কথার অর্থ কি ?

যে কবি হাতে বা পায়ে ঘুঙুর পরে গান করতেন।

④ কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের পূর্বপুরুষ কে ? মুকুন্দরামের কাব্যের নাম কি ?

তপন ওঝা। মুকুন্দরামের কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'।

⑤ মুকুন্দরামের পৈতৃক গৃহদেবতা কে ?

গোপাল। (বৈষ্ণব ছিলেন)

মুকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যের কটি খন্ড ?

উ: তিনটি খন্ড। দেবখন্ড, আখেটিক খন্ড ও বনিক খন্ড।

⑥ মুকুন্দরামের পিতা ও মাতার নাম কি ?

গুনিরাজ মিশ্র (হৃদয় মিশ্র) ও দৈবকী।

⑦ অভয়ামঙ্গলের গায়ক কে ?

প্রসাদদেব।

★ মুকুন্দরামের কাব্য 'অভয়ামঙ্গল' কে কবে প্রথম সম্পাদনা করেন ?

★ ১৮২৩ খ্রি: রামজয় বিদ্যাসাগর প্রথম সম্পাদনা করেন।

⑧ কোথায় গীত হয় ?

কামেশ্বর মন্দিরে।

⑨ মুকুন্দের বড় ভাইয়ের উপাধি ?

কবিচন্দ্র।

⑩ রঘুনাথের রাজত্বকাল কত ?

১৫৭৩ – ১৬০৪ অব্দ।

Scanned with CamScanner

(১১) চন্ডীমঙ্গলের পুঁথির লিপিকাল কত?

১৮৪৮ খ্রি:

(১২) আখেটিক খন্ডের কাহিনি কোথায় বর্ণিত আছে?

~~প্রাচীন~~ পালি সাহিত্যের চারটি জাতক গল্পে (১৩৮, ১৪১, ৩২৫, ৩৩৩)।

(১৩) চন্ডীমঙ্গলের কয়পালা ও গীতের সময়?

আটদিনে (অষ্টমঙ্গলা), ষোলপালা।

দেবখন্ড → দক্ষকন্যা সতী ও হেমন্তনন্দিনী পার্বতী → মঙ্গল(২) বুধ(১) = ৩

আখেটিকখন্ড → কালকেতু ও ফুল্লরা → বুধবার(১), বৃহস্পতি(২) শুক্র(১) = ৪

বনিকখন্ড → ~~শ~~ ধনপতি ও লহনা → শুক্রবার(১), মঙ্গল দিবা = ৯

(১৪) মুকুন্দরামের দামুন্যা গ্রামে তালুকদার কে?

গোপীনাথ নন্দী।

(১৫) দামুন্যা গ্রাম কোন নদীর তীরে?

রত্না।

(১৬) সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে চন্ডীমঙ্গল কবে লেখা হয়?

১৫৭৪ — ১৬০৬ মধ্যে।

(১৭) মুকুন্দচর্চার সার্থক প্রথম বিদেশী পন্ডিত কে?

ই. বি. কাউয়েল।

(১৮) কবিকঙ্কন মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গল কাব্য কার বন্দনাগান দিয়ে শুরু?

~~গনেশবন্দনা~~। শিব বন্দনা।

(১৯) মুকুন্দরামকে কোন ইংরেজ কবির সঙ্গে তুলনা করা হয়?

চসার।

(২০) চন্ডীর পূজা প্রথম কোথায় প্রচলিত হয়?

কলিঙ্গ দেশে।

(২১) মুকুন্দরামকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি কে দেন?

রঘুনাথ রায়।

(২২) মুকুন্দরামকে 'বাংলার চসার' কে বলেছেন?

কাউয়েল সাহেব।

(২৩) চন্ডীমঙ্গলকে 'মঙ্গলচন্ডীর গীত' কে বলেছেন?

ড. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য।

(২৪) মুকুন্দের পৈতৃক উপাধি কি?

মিশ্র।

(২৫) মুকুন্দরাম কত বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন?

২৫ বছর,

(২৬) কোন পুরাণে দেবী চন্ডীর উল্লেখ

মার্কেন্ডীয়

(২৭) মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম কন্যা যশোদা।

(২৮) মানসিংহ — ১৫৯৪ - ১৬০৬ বাংলার সুবাদার,

(২৯) মুকুন্দরামের জন্ম ১৫৪০,

মানবচরিত্র সম্পর্কে মুকুন্দরামের যে সুগভীর ও সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে তা অভিনব —

Scanned with CamScanner